দুনিয়ার মজদুর এক হও

২৮ জুলাই মহান শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদার এর ৫০তম শহীদদিবস পালনকরুন!

" যেখানেই সংগ্রাম, সেখানেই ত্যাগ অনিবার্য এবং মৃত্যু সেখানে সাধারণ ঘটনা।" -মাও সেতুঙ

কমরেড চারু মজুমদার হচ্ছেন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মাওবাদের সফল প্রয়োগবিদ। পূর্ববাঙলাসহ উপমহাদেশের শোষিত নীপিড়িত জনগণের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা অর্জনকারী নেতা ও পথপ্রদর্শক। আমাদের পূর্ববাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংশোধনবাদী অতীতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে মাওবাদের (তৎকালে মাও চিন্তাধারা বলা হত) আলোকে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কমরেড চারু মজুমদারের অবদান আলোকোজ্জ্বল। আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-উপনিবেশিক পূর্ববাঙলায় নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধান করার লক্ষ্যে চেয়ারম্যান মাও কর্তৃক প্রণীত লাইনের প্রয়োগের জন্য যে সকল রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সামরিক ও সাংগঠনিক সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধানের পথ প্রদর্শক কমরেড চারু মজুমদার।

কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম সংশোধনবাদী নির্বাচনপন্থার মুখে চপেটাঘাত করে উপমহাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির আলোকবর্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। নকশালবাড়ীর সংগ্রাম পূর্ববাঙলায় সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভীয় ধারার কবর রচনা করে এবং বিপ্লবীদের সামনে মূর্তরূপে সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের পথকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। পূর্ববাঙলায় সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে তৎকালীন সময়ে যুক্ত প্রতিটি ধারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কমরেড চারু মজুমদার ও তার নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার কারণ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে অন্য কোন লাইন পূর্ববাঙলায় আর্থসামাজিক কারনেই প্রযোজ্য নয়। মতাদর্শিকভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থার অধীনে সংস্কারপন্থীদের গণসংগঠন-গণআন্দোলনের বিপরীতে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের আলোকে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চেতনাকে উর্দ্ধে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কমরেড চারু মজুমদারের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া মাওবাদী লাইনের অংশ হিসেবে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাণ কৃষি বিপ্লব, গ্রামাঞ্চলে ভিত্তি এবং এলাকাভিত্তিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লাইন তিনি সামনে আনেন। এছাড়া সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথকে তিনি বিপ্লবী পথ হিসেবে অনুশীলণে আনেন এবং সংসদীয় সংস্কারবাদী-অর্থনীতিবাদী পথকে তিনি রাজনৈতিকভাবে ছুড়ে ফেলে দেন। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুর দূর্বল অবস্থানে আঘাত, গ্রামাঞ্চলে ঘাটি এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং বিপ্লবী বাহিনী গঠনের জন্য জনগণের ওপর নীর্ভর করে শ্রেণীশত্রু খতম এর গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি তিনি প্রণয়ন করেন। এছাড়াও তিনি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের ওপর ভিত্তি করে নিপীড়িত জনগণের অংশসমূহকে নিয়ে বিপ্লবী কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের রাজনীতির নির্দিষ্ট প্রকাশ ঘটান। তার এইসব অবদান পূর্ববাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশেও উজ্জ্বল ভূমিকা রাখে। তার শিক্ষার আলোকে পূর্ববাঙলার বিপ্লবীরা কৃষিবিপ্লবের পথের দিশা পান। এটি ভারতীয় বিপ্লবের অনুকরণ নয় বরং কৃষিবিপ্লবের সমস্যার সমাধানে কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষাকে গ্রহণ করা। মাওবাদী রাজনীতির বাস্তব অনুশীলন ও প্রয়োগ থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও কমরেড চারু মজুমদার একজন মহান বিপ্লবী এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের আলোকে জনগণকে বিপ্লবী পথে সামিল করার এক দক্ষ কারিগর।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, পূর্ববাঙলার জনগণ আজ মার্কিনসহ অন্যান্য সকল সাম্রাজ্যবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী ভারতের ছত্রছায়ায় ফ্যাসিবাদী আওয়ামী বাকশালীদেও দ্বারা নিস্পেষিত। তাদের অবাধ মৃগয়ার লীলাক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে আজ আমাদের মাতৃভূমি। বৈশ্বিক মহামন্দার ফলে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে যে যুদ্ধ, টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাবও এখানে বিদ্যমান। সাধারণ জনগণের অবস্থা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে খারাপ। তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের উপার্জনে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে জীবনধারণের অবস্থাও তাদের নেই। নির্বাচনের গালভরা বুলির রাজনীতিতে এই সমস্যার কোন সমাধান নেই। মাওবাদের আলোকে জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা গঠন ব্যতীত জনগণের মুক্তির আর কোন পথ নেই।

তাই আসুন, অগ্রসর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচী সামনে রেখে সমস্ত মেহনতী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে শ্রেণীশত্রুদের আক্রমণের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করি। গেরিলা যুদ্ধের বিকাশের মাধ্যমে জনযুদ্ধকে বিকশিত করি। এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে মুক্তাঞ্চল গঠন করে জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলার গোড়াপত্তন করি।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ **মহান শিক্ষক চারু মজুমদার অমর হোন**

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি জুলাই/২০২২